# কনোকো-ফিলিপসের অপকৌশল: দেশের ক্ষতি, নির্লিপ্ত সরকার

আনিস রায়হান

*কনকোফিলিপসের সাথে চুক্তি তৎপরতা শুরু হয় ২০০৮ সালে। ভেনেজুয়েলা থেকে বিতাড়িত হবার পর বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস ব্লকে এই চুক্তি কোম্পানির জন্য খুব দরকার ছিলো। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে চুক্তি সম্পাদনে জোর তৎপরতা শুরু করে। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস চাপ দিতে থাকে। এই চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০৯ সাল থেকে জাতীয় কমিটি অনেকগুলো আন্দোলনের কর্মসূচি নেয়। নেতাকর্মীদের ওপর বহুবার সরকারি আক্রমণ চলে। জাতীয় কমিটি দুটো হরতাল (২০০৯ ও ২০১১) পালন করে। সকল তথ্য যুক্তি ও জনমত অগ্রাহ্য করে সরকার উন্নয়নের কথা বলে চুক্তি সম্পাদন করে। এখন প্রমাণিত হয়েছে কনকোফিলিপস পুরো জালিয়াতি করেছে, মাঝখান থেকে বঙ্গোপসাগরের অনেক তথ্য গোপনে পাচার করেছে। এই প্রবন্ধে কোম্পানির জালিয়াতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।*

চার বছর আগের কথা। ২০১১ সালের ১৬ জুন। গভীর সমুদ্রের ১০ ও ১১ নম্বর ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য কনোকো-ফিলিপসের সঙ্গে চুক্তি সই করে পেট্রোবাংলা। চার বছর পর এখন খবর এসেছে, কনোকো-ফিলিপস চলে গেছে। তারা ওই দুই ব্লকে কাজ করবে না বলে চূড়ান্ত চিঠি দিয়েছে পেট্রোবাংলাকে। এ থেকে প্রশ্ন উঠছে, তাহলে এই চার বছরে আমাদের অগ্রগতি কী?

কনোকো জানিয়েছে, দুটি ব্লকে তারা অনুসন্ধান চালিয়েছে। প্রথম দফার দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপ শেষে তারা গ্যাসের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পায়নি। এরপর দ্বিতীয় দফায় অনুসন্ধান চালিয়ে ১১ নম্বর ব্লকের একটি অংশে গ্যাসস্তর খুঁজে পায় তারা। এতে চার ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিসিএফ) গ্যাসের মজুদ আছে বলে ধারণা দেয় কোম্পানিটি। তবে এটিকে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য মনে হয়নি তাদের।

চার টিসিএফ গ্যাসের ধারণা মিলেছে। কিন্তু মজুদ সম্পর্কিত বিস্তারিত জরিপ প্রতিবেদন এখন পর্যন্ত জমা দেয়নি কনোকো। অথচ বাংলাদেশ ছাড়ার ঘোষণা তারা দিয়ে দিয়েছে। সেটা চূড়ান্ত বলেই ইতিমধ্যে বিদেশি কোম্পানিটি তাদের ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা ফেরত নিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ এখন কোনো অপরাধের প্রমাণ মিললেও কনোকোকে আটকানোর কোনো সুযোগ আর সরকারের হাতে নেই।

মোটকথা, তেল গ্যাস অনুসন্ধানে বাংলাদেশ চারটি বছর খুইয়েছে। যদিও কনোকোর সঙ্গে এ চুক্তির সময় তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটিসহ অনেকেই বিরোধিতা করেছিল। বিপরীতে চুক্তির মাসখানেক পর এ বিষয়ক পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত দিতে ১১ জুলাই ২০১১ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের দুটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়– সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বৈঠক শেষে কমিটিদ্বয় কনোকোর সঙ্গে হওয়া চুক্তিটিকে 'দূরদর্শী' ও 'সাহসী' আখ্যা দেয় (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০ জুন ২০১১)। আজ সেই দূরদর্শিতার ফল দেখা যাচ্ছে!

> ২০০৯ সালে যখন মরিয়ার্টি কনোকো-ফিলিপসের আগ্রহের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানাচ্ছিলেন, কোম্পানিটি তখন ধুঁকছে। এর আগে রাশিয়ার বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লুকঅয়েলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয় তারা। নিউ ইয়র্কের শেয়ারবাজারে সে সময় কনোকোর শেয়ারের লাগাতার দর পড়ছিল। এ নিয়ে ফোর্বস, রয়টার্সের মতো সংস্থাগুলো নেতিবাচক খবর প্রকাশ করতে থাকে। ফলে কনোকোর তখন প্রয়োজন ছিল ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা।

## কনোকোর অপকৌশল

যাওয়ার আগে কনোকো যুক্তি দেখিয়েছে, যে মজুদের হিসাব মিলছে, তা উত্তোলন করাটা লাভজনক হবে না। দ্বিমাত্রিক জরিপে প্রাপ্ত গ্যাস উত্তোলনের সম্ভাবনা মাত্র ২০ শতাংশ বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে তারা। সেক্ষেত্রে সই হওয়া পিএসসি সংশোধন করে গ্যাসের দাম বাড়ালে তারা কাজ করতে রাজি বলে জানায় পেট্রোবাংলাকে। প্রথমে পেট্রোবাংলা কনোকোর সঙ্গে এখানে বিনিয়োগও করতে চায়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। শেষ পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি না করায় ১০ ও ১১ নম্বর ব্লক অনিশ্চয়তায় পড়ে। গত অক্টোবরে কনোকোর প্রতিনিধিদল এসে পেট্রোবাংলাকে আনুষ্ঠানিক জানায়, ব্লক দুটিতে তারা আর কাজ করবে না।

আপাত দৃষ্টিতে কনোকোর এই তৎপরতা অনেকের কাছেই বেশ যুক্তিসংগত ও আইনসম্মত মনে হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে কিছু শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে। বাংলাদেশে কাজ পেতে প্রথম দিকে মরিয়া ছিল যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানটি। এর প্রমাণ মেলে উইকিলিকসে ফাঁস হওয়া তারবার্তায়। ২০০৯ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় নিযুক্ত তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তাঁদের মধ্যে কী আলাপ হয়, পরবর্তীতে তা উইকিলিকস ফাঁস করে দেয়।

জানা যায়, ওই বৈঠকে মরিয়ার্টি বলেছিলেন, বঙ্গোপসাগরে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে উদগ্রীব হয়ে আছে কনোকো-ফিলিপস। বঙ্গোপসাগরের আটটি ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য সর্বনিম্ন দর প্রস্তাব করেছে কোম্পানিটি। তখন শেখ হাসিনা রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করে বলেন, সরকার আপাতত কনোকো-ফিলিপসকে বঙ্গোপসাগরের দুটি ব্লকের গ্যাস উত্তোলনের কাজ দেবে। অর্থাৎ চুক্তির দুই বছর আগে, ২০০৯ সালের এপ্রিলেই শেখ হাসিনা বলেন যে কনোকো-ফিলিপস কাজ পেতে যাচ্ছে। (উইকিলিকস কেবল নং 09DHAKA425_a, https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09DHAKA425_a.html) উইকিলিকসের মাধ্যমে এর আগে আরো প্রকাশিত হয় যে, জেমস মরিয়ার্টি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জ্বালানি উপদেষ্টা

**ConocoPhillips** (NYSE:COP) Add to portfolio

Daily prices Jan 1, 2009 - Jan 20, 2009 Update

| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2009 | 48.22 | 48.71 | 45.46 | 45.69 | 18,441,068 |
| Jan 16, 2009 | 49.39 | 50.18 | 48.33 | 49.38 | 15,922,686 |
| Jan 15, 2009 | 48.96 | 49.09 | 46.16 | 48.46 | 23,232,057 |
| Jan 14, 2009 | 50.52 | 50.60 | 48.53 | 49.22 | 14,793,320 |
| Jan 13, 2009 | 50.27 | 51.81 | 50.21 | 51.22 | 12,426,453 |
| Jan 12, 2009 | 51.40 | 51.47 | 49.91 | 50.47 | 11,630,373 |
| Jan 9, 2009 | 54.00 | 54.19 | 51.80 | 51.99 | 10,533,758 |
| Jan 8, 2009 | 52.99 | 54.24 | 52.57 | 53.99 | 7,688,598 |
| Jan 7, 2009 | 55.00 | 55.00 | 52.74 | 53.24 | 10,251,303 |
| Jan 6, 2009 | 56.53 | 57.44 | 55.31 | 55.68 | 13,024,025 |
| Jan 5, 2009 | 54.65 | 56.05 | 54.45 | 55.47 | 15,543,908 |
| Jan 2, 2009 | 51.98 | 55.24 | 51.83 | 54.85 | 11,845,386 |

Historical chart

ছবি: ২০০৯ সালে কনোকোর শেয়ার পতনের চিত্র!

তৌফিক-ই-ইলাহীর সঙ্গেও এ চুক্তির বিষয়ে লবিং করেন। এটা প্রমাণ করে, এই চুক্তির সূত্রপাতই ঘটেছে অন্যায় তৎপরতার মধ্য দিয়ে। তবে তার চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে নিউ ইয়র্কের পুঁজিবাজারে সে সময় কনোকোর দুরবস্থা! কেমন চলছিল চুক্তির সময়টায় কনোকো-ফিলিপসের করপোরেট অভিযান? এ প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই উত্তর– কেন এই মার্কিন জায়ান্ট কোম্পানিটি বাংলাদেশে ছুটে এসেছিল?

> কনোকো-ফিলিপস এখনো জরিপের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেয়নি। অথচ টাকা নিয়ে চলে গেছে, এটা কিভাবে সম্ভব? এটা তো জায়গা দখল করে ওখানকার সব তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।

২০০৯ সালে যখন মরিয়ার্টি কনোকো-ফিলিপসের আগ্রহের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানাচ্ছিলেন, কোম্পানিটি তখন ধুঁকছে। এর আগে রাশিয়ার বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লুকঅয়েলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয় তারা। নিউ ইয়র্কের শেয়ারবাজারে সে সময় কনোকোর শেয়ারের লাগাতার দর পড়ছিল। এ নিয়ে ফোর্বস, রয়টার্সের মতো সংস্থাগুলো নেতিবাচক খবর প্রকাশ করতে থাকে। ফলে কনোকোর তখন প্রয়োজন ছিল ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা। একটি নতুন বৃহৎ প্রকল্প এবং বড় একটি মুনাফার সম্ভাবনা হাজির করা গেলেই তা সম্ভব। আর সেই উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ব্যবসামন্দা কাটিয়ে উঠতে কনোকোর এমন একটি প্রকল্প তখন খুবই দরকার ছিল, যা দেখে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হবে। পুঁজিবাজারে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তারা। বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানটা সেক্ষেত্রে মোক্ষম ছিল। কারণ যেখানে বাংলাদেশ অনুসন্ধান চালাতে চায়, তার আশপাশেই ভারত ও মিয়ানমার বড় ধরনের গ্যাসের মজুদ পেয়েছে। এমন জায়গায় একটি প্রকল্প দাঁড় করানো গেলে কাজ না করলেও লাভ করা যাবে। এটা পরিষ্কারভাবে জানতো কনোকো-ফিলিপস। তারা হাঁটল অপকৌশলের পথে।

বাংলাদেশ সরকারকে প্রথমে তারা নিজ দেশের রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ম্যানেজ করে। এরপর বিরাট বিনিয়োগের ঘোষণা দেয়। একপ্রকার তড়িঘড়ি করেই তখন তারা পেট্রোবাংলার সঙ্গে উৎপাদন অংশীদারত্ব চুক্তি (পিএসসি) স্বাক্ষর করে। সেই চুক্তি অসম ছিল, তাতে অনেক কিছু অস্পষ্ট ছিল, এটা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে না, এর মধ্যে ফাঁক ছিল গ্যাস রফতানি হওয়ার– এমন অনেক অভিযোগই তখন উঠেছিল। কিন্তু বিরাট বিনিয়োগের কথা বলে সরকার কনোকোকে আগলে রাখে। সেই কনোকো এখন বলছে, তারা আর কাজ করবে না। কারণ ইতিমধ্যে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করেছে। নতুন অনেক প্রকল্পের দিকে হাঁটছে তারা। বাংলাদেশের এই প্রকল্পটা ছেড়ে দিলে এটা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে এখন তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না। এটার যা কাজ তা হয়ে গেছে। মন্দাকালীন সময়টা পার করা গেছে। তবে একলাফেই এখানে এসে দাঁড়ায়নি তারা। প্রথমে তারা পেট্রোবাংলাকে গ্যাসের দর বাড়াতে বলেছিল।

২০০৮ সালের মডেল পিএসসি অনুযায়ী কনোকোর সঙ্গে স্বাক্ষরিত পিএসসিতে প্রতি হাজার ঘনফুট (এক ইউনিট) গ্যাস উত্তোলনের মূল্য ধরা হয় ৪.২ ডলার। পরে গভীর সমুদ্রে ইউনিটপ্রতি সাড়ে ছয় ডলার দাম নির্ধারণ করে অন্য কোম্পানির সঙ্গে পিএসসি ২০১২ নির্ধারণ করা হয়। কনোকো এই সাড়ে ছয় ডলার দাম চেয়ে আসছিল। অথচ এই সময়ে তেল ও গ্যাসের দাম কমেছে। এ অবস্থায় দাম বাড়ানোর কোনো সুযোগই ছিলো না। কনোকো এটাও পরিষ্কারভাবে জানে যে, কোনো দেশই পিএসসি সংশোধন করতে চাইবে না। তার পরও তারা চাপ দিচ্ছিল এটাকেই একটা শক্ত অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য।

বাস্তবে কনোকোর এখানে কাজ করার ইচ্ছা ছিল না। এ কারণেই দামের চেয়ে প্রকল্প পাওয়ার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছে তারা। চুক্তি অনুযায়ী, ব্লক দুটির পাঁচ হাজার ১৫৮ বর্গকিলোমিটার এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করার কথা কোম্পানি দুটির। ৯ বছর মেয়াদি এ চুক্তিতে তিন ধাপে জরিপ ও খননকাজ চালানোর কথা। প্রাথমিক অনুসন্ধানকাল পাঁচ বছর। এই সময়ের মধ্যে ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ভূ-পদার্থিক জরিপ, অন্যান্য জরিপ (গ্র্যাভিটি, ম্যাগনেটিক, জিওকেমিক্যাল ইত্যাদি) করার কথা। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও

**ConocoPhillips** (NYSE:COP) Add to portfolio

Daily prices Apr 20, 2015 - May 5, 2015 Update

| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2015 | 67.44 | 68.36 | 66.98 | 67.20 | 9,142,889 |
| May 4, 2015 | 67.41 | 67.62 | 66.70 | 67.02 | 6,638,102 |
| May 1, 2015 | 67.74 | 67.98 | 66.97 | 67.44 | 5,974,391 |
| Apr 30, 2015 | 69.02 | 69.03 | 67.66 | 67.92 | 7,365,705 |
| Apr 29, 2015 | 67.42 | 68.31 | 67.22 | 68.06 | 6,038,368 |
| Apr 28, 2015 | 67.20 | 67.76 | 67.01 | 67.74 | 4,265,664 |
| Apr 27, 2015 | 67.78 | 67.97 | 67.00 | 67.06 | 4,427,917 |
| Apr 24, 2015 | 67.85 | 67.87 | 67.03 | 67.51 | 6,275,747 |
| Apr 23, 2015 | 68.26 | 68.88 | 68.01 | 68.26 | 4,627,518 |
| Apr 22, 2015 | 67.95 | 68.14 | 67.13 | 67.88 | 4,480,162 |
| Apr 21, 2015 | 68.61 | 68.99 | 67.65 | 68.02 | 5,563,444 |
| Apr 20, 2015 | 68.09 | 69.25 | 68.05 | 68.61 | 7,846,070 |

Historical chart

ছবি: ২০১৫ সালে কনোকোর শেয়ারের উন্নতির চিত্র।

তারা এখনো ভূকম্পন জরিপের বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারকে দেয়নি। সাব-কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে চীনের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ব্যুরো অব জিওফিজিক্যাল প্রসপেক্টিংকে (বিজিপি) দিয়ে দ্বিমাত্রিক জরিপ করায় তারা।

বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ মনে করেন, পিএসসি ২০১২-এর আওতায় ডাকা দরপত্রকে প্রতিযোগিতাহীন করতেই এ প্রতিবেদন আটকে রাখা হয়। কেননা বঙ্গোপসাগর নিয়ে কারো কাছে কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। এ কারণেই সাম্প্রতিক দরপত্রও উত্তাপহীন ছিল। প্রাথমিক অনুসন্ধান কাজ শেষ করতে পারলে প্রদেয় ১৬ কোটি ডলারের ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত পাওয়ার কথা কনোকোর। তা তারা পেয়েছেও। কিন্তু পিএসসির শর্ত ভেঙে তারা যে দাম বাড়ানোর জন্য চাপ দিচ্ছে, এটার জন্য তাদের কিছু বলা হচ্ছে না।

এটা সবার জানা যে, দ্বিমাত্রিক ভূকম্পন জরিপে (টুডি সিসমিক সার্ভে) কতটুকু এলাকায় গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মাত্রার জরিপের পর কূপ খনন না করা পর্যন্ত গ্যাস থাকা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কিন্তু কূপ খনন থেকে সরে এসে আগের নির্ধারিত দামের পুনর্মূল্যায়ন চাইছে তারা। যদিও এই পথে এগোতে গেলে অন্য সব প্রতিষ্ঠানও দাম বাড়ানোর চাপ দেবে। আর এটা এক ধরনের ব্ল্যাকমেইলিংও। পেট্রোবাংলাকে না জানিয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে সরাসরি সরকারের উচ্চপর্যায়ে যোগাযোগ করা এবং দাম না বাড়ালে কাজ করব না বলে চাপ দেয়াটা নিঃসন্দেহে দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশের ক্ষতির কারণ। তাদের এমন পদক্ষেপ দেশে নিয়োজিত অন্য বিদেশি কোম্পানিগুলোকেও সেদিকে ঠেলে দেবে। এদিকে অনেক দিন ধরেই গ্যাসের দাম বাড়াতে প্রস্তাব দিয়ে আসছে শীর্ষ গ্যাস উৎপাদনকারী কোম্পানি শেভরন। দাম বাড়াতে হলে পিএসসি সংশোধন করতে হবে। কনোকোর প্রস্তাবে পিএসসি সংশোধন করা হলে শেভরনও একই দাবি তুলবে। এখন স্থলভাগে প্রতি হাজার ঘনফুট গ্যাস আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির (আইওসি) কাছ থেকে ২.৫ ডলারে কেনে পেট্রোবাংলা। দাম বাড়ানো হলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছে প্রতিষ্ঠানটি। তাছাড়া পিএসসি সংশোধন হলে দরপত্রে অংশ নেয়া যে কোনো কোম্পানি আন্তর্জাতিক আদালতে এই বলে মামলা করতে পারে যে, পিএসসি সংশোধনের সুযোগ আছে বলা হলে তো আমরাও অংশ নিতাম।

পেট্রোবাংলা বলছে, দাম বাড়াতে হলে কনোকোকে প্রকল্প ছেড়ে দিতে হবে। এরপর পুনরায় দরপত্রে অংশ নিতে হবে সমতার ভিত্তিতেই। তখন বর্ধিত মূল্যে তারা বা অন্য যে কেউ কাজ পেতে পারে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে গভীর সমুদ্রের তিনটি ব্লকের দরপত্রে অংশ নিলেও দুটিতে চুক্তি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেও পরবর্তীতে তা বাতিল করে কনোকো। বর্তমানে অগভীর সমুদ্রের দুটি ব্লকে কাজ করছে ভারতের ওএনজিসি এবং একটি ব্লকে কাজ করছে সান্তোস-কৃস এনার্জি গঠিত যৌথ কোম্পানি, আর কনোকোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে নরওয়েভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্টেটঅয়েল।

সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে, কনোকো-ফিলিপস এখনো জরিপের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেয়নি। অথচ টাকা নিয়ে চলে গেছে, এটা কিভাবে সম্ভব? এটা তো জায়গা দখল করে ওখানকার সব তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। জাতীয় স্বার্থরক্ষায় ন্যূনতম মনোযোগ থাকলে সরকার দ্রুত একটি কমিটি করে তাদের তৎপরতা অনুসন্ধান করতো। কারণ এর বিহিত না হলে সমস্যা আছে। আবার চুক্তি করবে, নতুন কোম্পানিও আসবে, কিন্তু তারাও যে একই কাজ করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? জাতীয় সামর্থ্য এবং জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে একটি নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত না হলে এবং সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা না গেলে এভাবে বারবার বহুজাতিক কোম্পানি আমাদের ঠকাবে। সরকার যদি আইনে বা চুক্তিতে ফাঁক রাখে, তাহলে বিদেশি কোম্পানি তো সেই সুযোগ নেবেই। সরকারের ভেতরে থাকা বিদেশি কোম্পানির এজেন্টরাই এই ফাঁকগুলো তৈরি করে দেয় কমিশনের বিনিময়ে।

**লেখক: সাংবাদিক**
**ইমেইল: raihananis@yahoo.com**

**তথ্যসূত্র:**

উইকিলিকস্ (২০০৯), কেবল নং ০৯DHAKA425_a, ২৮ এপ্রিল: https://www.wikileaks.org/plusd/cables/09DHAKA425_a.html
*বাংলাদেশ প্রতিদিন* (২০১১), ২০ জুন।